ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৬৫
আগরতলা, ২৭ আগস্ট, ২০২৫

জিবিপি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল তরুণের

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ওসময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেইমৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছে এক ১৫ বছরের তরুণ। গত ২১আগস্ট বিশালগড় মহকুমাহাসপাতাল থেকে অত্যন্ত জটিল ও মুমূর্ষু অবস্থায় এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় ঐতরুণকে। সে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল এবং তাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ইমার্জেন্সিতে আনা হয়েছিল। সঙ্গেসঙ্গেই ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই রোগীকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে চিকিৎসা শুরু করেন। "ইমার্জেন্সি লাইভসেভিং মেডিসিন" প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা তৎক্ষণাৎ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীকে সিটিস্ক্যানও করানো হয় এবং দেখা যায় তার ব্রেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন এবং সেই সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন। সাথে সাথেই রোগীকে ইমার্জেন্সি মেডিসিন ওয়ার্ডের ইয়েলো জোনে স্থানান্তরিত করা হয়।তখন চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রোগী একটা সময় ধীরে ধীরে সাড়া দেয়এবং তার জ্ঞান ফিরে আসে। এভাবে ক্রমাগত চিকিৎসার ফলে রোগী আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এভাবে টানা তিন দিনের মাথায় রোগীকে ইয়েলো জোনে রেখে সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। রোগী বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। গত ২৫ আগস্ট তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এই ধরনের সময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেইএই তরুণের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু ধর-এর নেতৃত্বে অন্য যে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই তরুণকে বাঁচাতে চিকিৎসা পরিষেবায় সামিল ছিলেন তারা হলেনমেডিসিন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ সুব্রত ভৌমিক, ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সায়ন্তিকা সাহা, মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের পোস্ট গ্রেজুয়েট ট্রেনি ডাঃ প্রশান্ত ত্রিপুরা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবায় সুস্থ হয়ে উঠায়এই তরুণের পরিবার-পরিজন সহ তার পিতা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

******